"মন্ত্রাধিকারঃ"

বিজিগীষু নরপতি কখন তাঁর মন্ত্রিগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করবেন, সে প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য বলেন যে, স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে কৃত্য অর্থাৎ শত্রুর উপজাপের দ্বারা ভেদ্য হতে পারে এমন অতুষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং শত্রুর উপজাপের দ্বারা ভেদ্য হতে পারে না এমন তুষ্ট ব্যক্তিদের স্ববশে সংগ্রহ করার পর বিজিগীষু রাজা রাজ্য প্রশাসন বিষয়ক সর্বপ্রকার কার্যের আরম্ভ মন্ত্রণাদ্বারা বিবেচনা করবেন। যেহেতু "**মন্ত্রপূর্বাঃ সর্বারম্ভাঃ**" অর্থাৎ সকল কার্যের আরম্ভ মন্ত্রণাপূবর্ক হয় সেজন্য করণীয় কর্মবিষয়ে পূর্বে মন্ত্রণা করে, পরে তা আরম্ভ করতে হয়।

রাজা কখন, কিরকম স্থানে কার সঙ্গে এবং কতজনের সঙ্গে কিভাবে মন্ত্রণা করবেন—এ সকল বিষয়ে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য যেমন তাঁর অর্থশাস্ত্রের বিনয়াধিকারিকের প্রথম অধিকরণের মন্ত্রাধিকারঃ শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তেমনি আবার তাঁর পূর্ববর্তী প্রাচীন আচার্যগণের ধর্মশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রেও উক্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। মন্ত্রণাবিষয়ে রাজাকে অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, কেননা অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্যের মতে গোপন মন্ত্রণার প্রকাশ রাজা ও তাঁর রাজ্যের নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর। সেজন্য রাজাকে এমনভাবে মন্ত্রণা করতে হয়, যাতে তা অত্যন্ত গোপন থাকে এবং তা মন্ত্রণায় অংশগ্রহণকারী রাজা বা মন্ত্রীর আকার বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে বাইরে প্রকাশ না পায়।

মহামতি কৌটিল্য বলেন যে, মন্ত্রণা কার্যে রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তা বাইরে প্রকাশিত না হয় সে জন্য কার্যে নিযুক্ত পুরুষগণের উপর রাজাকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হয়। মন্ত্রণা কার্যে ব্যাপৃত পুরুষগণের, অনবধানতা, মদ্যপানজনিত মত্ততা, নিদ্রিত অবস্থায় প্রলাপ, বিষয়াভিলাষ ও গর্ব ইত্যাদি মন্ত্র প্রকাশে সহায়তা করে।

Scanned with CamScanner

গৃহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা শ্রোতা ও মুখরূপে অবজ্ঞাত লোক ও মন্ত্রপ্রকাশ করে দিতে পারে। যদিও অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য মন্ত্রণা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, তথাপি কিরূপ স্থানে মন্ত্রণার আসর বসা উচিত সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছুই তিনি বলেননি। এ প্রসঙ্গে **ভগবান্ মনু** তাঁর মনুসংহিতা ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, রাজা পর্বতোপরি আরোহণ করে, অথবা নির্জন অরণ্যপ্রদেশে অন্যের অলক্ষিতে রাজা মন্ত্রণা করবেন অমাত্যগণের সঙ্গে, **"গিরিপৃষ্ঠং সমারূহ্য প্রাসাদং বা রহোগতঃ। অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদ্ অবিভাবিতঃ"** (৭/১৪৭)। মহামতি কৌটিল্য মন্ত্রণার স্থলকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখতে হবে সে প্রসঙ্গে বলেন যে, মন্ত্রণার স্থান চারদিকে এমন ভাবে আবৃত করে রাখতে হবে যেন সেখান থেকে কোন কথাবার্তার শব্দ বাইরে নিষ্ক্রান্ত না হয়, এবং সে স্থান যেন পক্ষিগণেরও কদপি দৃষ্টিগোচর না হয়। তিনি বলেন, শোনা যায় যে, শুক ও শারিকরা রাজার মন্ত্রণা প্রকাশ করে দিয়েছে, আবার কোথাও সারমেয় ও অন্যান্য নীচ জন্তুগণের দ্বারাও মন্ত্রণা প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য মন্ত্রণাকার্যে নিযুক্ত না হয়ে কোন ব্যক্তি যাতে মন্ত্রণাস্থানে প্রবেশ করতে না পারে তা দেখতে হবে, এবং যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ভেদ করবে, তাকে উচ্ছেদ করতে হবে। এ বিষয়ে ভগবান্ মনু তাঁর "মনু সংহিতা" ধর্মশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করেছেন সে সকল ব্যক্তিকে, যাদের মন্ত্রণাস্থলে গমন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তারা হল—জড়, মূক, অন্ধ, বধির, তির্যক্‌যোনিজাত শুক ও শারিকা ইত্যাদি পশু পক্ষী, অতিবৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, পীড়িত এবং অঙ্গহীন ব্যক্তিগণ, **"জড়মূকান্ধবধিরাং স্তৈর্যগ্‌যোনান্ বয়োগতান্। স্ত্রী ম্লেচ্ছ ব্যাধিতব্যঙ্গান্ মন্ত্রকালে ঽপসারয়েৎ"**। (৭/১৪৯)। মনুসংহিতায় আরো বলা হয়েছে যে, সাধারণ ইতরজনে যে রাজার মন্ত্রণা জানতে পারে না, সে রাজা বস্তুহীন হলেও সমগ্র ধরণীকে ভোগ করতে সমর্থ হল।

বিজিগীষু রাজা কাদের সঙ্গে কিভাবে মন্ত্রণা করবেন, সে প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্রকার কৌটিল্য প্রাচীন পূর্ব পূর্ব আচার্যগণের মতসমূহের উত্থাপন এবং পরবর্তী আচার্যগণকর্তৃক সে সকল মতের যুক্তিসহ খণ্ডন উল্লেখ করে, সর্বশেষে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করেন। যেহেতু মন্ত্রভেদ রাজার ও মন্ত্রাধিকারে নিযুক্ত পুরুষদের যোগ ও ক্ষেমের বিনাশ সাধন করে সেজন্য **আচার্য ভরদ্বাজ** অর্থাৎ দ্রোণাচার্যের মতে রাজার একাকীই মন্ত্র বিচার করা উচিত, কারণ মন্ত্রীদেরও নিজ নিজ মন্ত্রী থাকে, আবার সে সকল মন্ত্রীদেরও **মন্ত্রসহায়ক** থাকে। এভাবে মন্ত্র পরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্রণা প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকে।

Scanned with CamScanner